সংবাদ

তারিখ ... AUG 21 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নান্দাইলে শিক্ষা কর্মকর্তাদের হাতে শিক্ষকরা জিম্মি

শিক্ষকরা একাউন্ট খুললেও শিক্ষা কর্মকর্তা একাউন্টের মাধ্যমে টাকা না দিয়ে গত ১৭ জুলাই থেকে চেক পদ্ধতিতে টাকা দেয়া শুরু করেন। এখানেও একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা রেখে দেয় অফিস সহকারীরা।

প্রতিনিধি, নান্দাইল (ময়মনসিংহ)

নান্দাইল উপজেলা শিক্ষা অফিসের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর হাতে স্কুলশিক্ষকরা জিম্মি হয়ে পড়েছেন। স্কুল মেরামত ও আলমারি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা টাকা থেকে তাঁরা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষকরা এর প্রতিবাদ করলে বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা বন্ধের পাশাপাশি তাদের বদলির হুমকিও দেয়া হচ্ছে। এ অভিযোগ ভুক্তভোগী শিক্ষকদের।

জানা গেছে, চলতি বছরের প্রথম দিকে ৩২টি স্কুল মেরামত কাজের জন্য ২২ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দের কাগজ পেয়ে শিক্ষা অফিস উপজেলার ১৭০টি স্কুলের মধ্যে ৩২টিকে বাছাই করে। পরে ১০/১৫টি স্কুলে সর্বোচ্চ ৭০ ভাগ কাজ ও বাকি স্কুলগুলোতে নামকাওয়াস্তে কাজ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ বিল-ভাউচার জমা দেয় শিক্ষা অফিসে। জুন বরাদ্দকৃত স্কুলগুলো মেরামতের টাকা কর্তৃপক্ষ চাইলে শিক্ষা কর্মকর্তা 'কাজ দেখে বিল দিবো' এ অজুহাতে কোন স্কুলকেই বিল না দিয়ে আটকে দেয়। টাকা ল্যাপস হবে বলে শিক্ষা কর্মকর্তা অভিনব পন্থায় নিজের একাউন্টে সব টাকা জমা রাখে। পরে ৬ জুলাই থেকে শিক্ষা অফিস সহকারীরা প্রতি স্কুল থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা করে রেখে ২০ হাজার টাকা দেয়। অন্যদিকে ৪২টি স্কুলে ৩ হাজার টাকা মূল্যের ৪২টি স্টিলের আলমারির টাকা বরাদ্দ আসে গত ২৮ জুন। জুনের মধ্যে আলমারি ক্রয় করার কথা থাকলেও শিক্ষা কর্মকর্তা কোন স্কুলকেই আলমারির টাকা দেননি। জুলাই মাসে আলমারির টাকা দেয়া হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, ৪২টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রতিটি আলমারির বিপরীতে বিল-ভাউচার জমা নিয়ে নেয় শিক্ষা কর্মকর্তা। পরে এ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিজের একাউন্টে রেখে দেয়। একই পদ্ধতিতে গত ১৭ জুলাই অফিস সহকারীরা সর্বোচ্চ ৬শ' টাকা রেখে চেকের মাধ্যমে আলমারি ক্রয়ের টাকা দেন। এদিকে নান্দাইলের ১৭০টি স্কুলের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ করা বিবিধ খাতের টাকা ব্যাংক হিসাব খুলে নেয়ার কথা। শিক্ষকরা একাউন্ট খুললেও শিক্ষা কর্মকর্তা একাউন্টের মাধ্যমে টাকা না দিয়ে গত ১৭ জুলাই থেকে চেক পদ্ধতিতে টাকা দেয়া শুরু করেন। এখানেও একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা রেখে দেয় অফিস সহকারীরা। এতে শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থাকলেও তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না।

এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, দুর্নীতির কথা শুনেছি। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, কোন ব্যাপারেই শিক্ষা কর্মকর্তা তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন না। তাই এ ব্যাপারে তার কিছুই বলার নেই।